মিউজিক

শয়তানের সুর

সংক্ষিপ্ত পিডিএফ

ভালো লাগলে বইটির হার্ডকপি ক্রয় করুন

মিউজিক : শয়তানের সুর

মূল

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

অনুবাদক

মুহাম্মাদ ইউসুফ শাহ

সমর্পণ
প্রকাশন

মিউজিক : শয়তানের সুর

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০২০

ISBN : 978-984-8041-74-1

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০২০

উৎস-নির্দেশ : আসাদ আফরোজ

প্রচ্ছদ : শরিফুল আলম

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ্ আল মারুফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই :
বই কারিগর, ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৯

অনলাইন পরিবেশক :
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৪৭ টাকা

প্রকাশক : রোকন উদ্দিন

সমর্পণ প্রকাশন

৩৪, মাদরাসা মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৭৯ ১৯ ৬৪ ১৯
www.somorpon.com
facebook.com/somorponprokashon

সূচিপত্র

লেটেস্ট ‘ইসলামিক’ সিডি! ৭

মিউজিক : শয়তানের আওয়াজ ১০

- ১) কুরআন হতে দলীল ১০
  - ক) কুরআনের প্রথম দলীল ১০
  - খ) কুরআনের দ্বিতীয় দলীল ১২
  - গ) কুরআনের তৃতীয় দলীল ১৩
- ২) সুন্নাহ হতে দলীল ১৩
  - ক) প্রথম হাদীস ১৩
  - খ) দ্বিতীয় হাদীস ১৪
  - গ) তৃতীয় হাদীস ১৬
- ৩) গান-বাজনার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত ১৬
  - ক) হানাফি মাযহাব ১৬
  - খ) মালিকি মাযহাব ১৭
  - গ) শাফিয়ি মাযহাব ১৮
  - ঘ) হাম্বলি মাযহাব ১৮
  - ঙ) ইবনু তাইমিয়্যার অভিমত ১৯
  - চ) অন্যান্য আলিমগণের অভিমত ১৯

বাদ্যযন্ত্র ধ্বংসের ব্যাপারে আলিমগণের অভিমত ২১
ব্যতিক্রম ২২
যারা গান-বাজনা হালাল মনে করে তাদের কিছু ভ্রান্তি ২৩
উপসংহার ২৬

মিউজিক : শয়তানের আওয়াজ

নিঃসন্দেহে শয়তান যেসব মন্দকে সুশোভিত ও মনোরম করে উপস্থাপন করে, মিউজিক ওগুলোর মধ্যে অন্যতম।

গান-বাজনা শ্রবণ করা এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা যে হারাম, তা কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এর ওপর উম্মাহর ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১) কুরআন হতে দলীল

ক) কুরআনের প্রথম দলীল

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ
أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

> ‘একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে **অবান্তর কথাবার্তা** সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং আল্লাহর প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।’[৩]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, “এ আয়াতে ‘অবান্তর কথাবার্তা’ (لَهْوَ الْحَدِيْثِ) বলে গান-বাজনা ও অন্যান্য মন্দকে বোঝানো

---

[৩] সূরা লুকমান, ৩১ : ৬।

হয়েছে।”[৪]

এমনিভাবে জাবির, ইকরিমা, সাঈদ ইবনু জুবাইর, মুজাহিদ, মাকহূল, আমর ইবনু শুআইব এবং আলি ইবনু নাদীমা (রহিমাহুমুল্লাহ) থেকেও এই একই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

হাসান বসরি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হয়েছে।’[৫]

আবদুর রহমান সা’দি (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখিত শব্দের ব্যাখ্যায় যাবতীয় অশ্লীল কাজকর্ম, অনর্থক কথাবার্তা, গীবত, চোগলখুরী, গালি-গালাজ, মিথ্যা, কুফর, ফিস্‌ক, পাপাচার, অবৈধ খেলাধুলা, গান-বাজনা ও সব রকমের বাদ্যযন্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[৬]

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, “সাহাবি ও তাবিয়িদের ব্যাখ্যা থেকে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, এই আয়াতে ‘অবান্তর কথাবার্তা’ বলে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে বোঝানো হয়েছে।”

ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসঊদ ও ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বিশুদ্ধ সনদে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

আবুস সাহবা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘আমি এই আয়াত সম্পর্কে ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, “আল্লাহর কসম করে বলছি, এর মাধ্যমে কেবলমাত্র গান-বাজনাকেই বোঝানো হয়েছে।” কথাটি তিনি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন।’[৭]

সুতরাং, এবার চারপাশে চোখ মেলে তাকান, কী দেখতে পাচ্ছেন?

কে যিনা-ব্যভিচারের পথ তৈরি করে দেয়? ইসলাম থেকে দূরে সরায়?

মিউজিক...

এটা অন্তরে নিফাকের বীজ বপন করে, শিরকের বীজ বপন করে। মানুষ

---

[৪] তাবারি, আত-তাফসীর, ২০/১২৭-১২৮।

[৫] ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩/৪৫১।

[৬] সা’দি,তাফসীর ৬/১৫০।

[৭] ইবনুল কাইয়িম, ইগাসাতুল লাহফান, ১/২৪০।

যখন গান-বাজনার প্রতি আগ্রহী হয়, আসক্ত হয়, তখন এটা অন্তরের মদে পরিণত হয়। একজন মানুষের গান-বাজনার প্রতি যত বেশি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, সে কুরআন-সুন্নাহ থেকে তত বেশি দূরে সরে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, '... এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।'[৮]

অর্থাৎ যারা কুরআনের পরিবর্তে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে মেতে ওঠে।

খ) কুরআনের দ্বিতীয় দলীল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

> 'আল্লাহ (শয়তানকে) বললেন, ঠিক আছে, তুমি যাও। এদের মধ্য থেকে যারাই তোমার অনুসরণ করবে, তুমি-সহ তাদের সবার জন্য জাহান্নামই হবে পূর্ণ প্রতিদান। তুমি যাকে যাকে পারো তোমার **আওয়াজের মাধ্যমে** বিভ্রান্ত করো। তাদের ওপর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ চালাও। ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের সাথে শরীক হয়ে যাও। এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতির জালে আটকে ফেলো। আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।'[৯]

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "এখানে ব্যবহৃত 'আওয়াজ' শব্দের দ্বারা বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য মন্দ বিষয়াদিকে বোঝানো হয়েছে।"

ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'যারা আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতাপূর্ণ কথা বলে এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে, যেমন : বাঁশি, নিষিদ্ধ জাতের দফ, ঢোল-তবলা ইত্যাদি এগুলো হলো শয়তানের আওয়াজ।'[১০]

---

[৮] সূরা লুকমান, ৩১ : ৬।

[৯] সূরা বানী ইসরাঈল, ১৭ : ৬৩-৬৪।

[১০] ইবনুল কাইয়িম, ইগাসাতুল লাহফান, ১/২৫৫-২৫৬।

গ) কুরআনের তৃতীয় দলীল

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَمِنْ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ﴿٦٠﴾ وَأَنتُمْ سَـٰمِدُونَ ﴿٦١﴾

‘তা হলে কি এসব কথা শুনেই তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছে? হাসছ, কিন্তু কাঁদছ না? বরং তোমরা **খেল-তামাশায়** লিপ্ত রয়েছ!’[১১]

ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, “সুফ্ইয়ান সাওরি (রহিমাহুল্লাহ)-এর পিতা ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ‘(সূরা নাজমের ৬১ নম্বর) আয়াতে ব্যবহৃত ‘খেল-তামাশা’ (سَامِدُونَ) শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গান-বাজনা। এটি ইয়ামানি শব্দ। যেমন ‘ইসমিদ লানা’ (اِسْمِدْ لَنَا)-এর অর্থ হলো, আমাদের জন্য গান গাও।” ইকরিমা (রহিমাহুল্লাহ)-ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।[১২]

২) সুন্নাহ হতে দলীল

ক) প্রথম হাদীস

আবূ মালিক আশআরি (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “আমার উম্মতের মাঝে অবশ্যই এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা যিনা-ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।”[১৩]

এই হাদীসে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে মিউজিক হারাম হওয়ার বিষয়টি ফুটে উঠেছে :

১. রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তারা একে হালাল মনে করবে। অর্থাৎ এটি হারাম, কিন্তু মনে করবে হালাল। সুতরাং এই

---

[১১] সূরা নাজম, ৫৩ : ৫৯-৬১।

[১২] ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৭/৪৬৮।

[১৩] বুখারি, ৫৫৯০।

হাদীসের মাধ্যমে উল্লেখিত প্রত্যেকটি বিষয় (যিনা-ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্যযন্ত্র) হারাম হওয়ার ব্যাপারটি প্রমাণিত।

২. রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাদ্যযন্ত্রকে সেসব বিষয়ের সাথে একত্রে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো নিঃসন্দেহে ও সুস্পষ্টভাবে হারাম। যেমন, যিনা-ব্যভিচার এবং মদ। যদি গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র হারাম না হতো, তা হলে তিনি অন্যান্য হারাম বিষয়ের সাথে একত্রে উল্লেখ করতেন না।[১৪]

যদি মিউজিক হারাম হবার পক্ষে দলীল হিসেবে আর কোনো হাদীস নাও থাকত, তবুও এই একটি হাদীসই যথেষ্ট হতো।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘এই হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হচ্ছে, সকল ধরনের বাদ্যযন্ত্র (اَلْمَعَازِفُ) হারাম।’ এরপর তিনি তাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা ইসলামের নামে গান-বাজনা করে ও বাদ্য শোনে। তিনি বলেছেন, ‘জেনে রাখুন, ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে আরব উপদ্বীপ, সিরিয়া, ইয়ামান, মিশর, ইরাক কিংবা খোরাসানের কোথাও এমন কোনো ধর্মীয় ব্যক্তি বা ইবাদাতকারী দেখা যায়নি, যারা দফ, হাততালি বা বাঁশি সহকারে গান-বাজনা শোনার জন্য একত্র হতো। এগুলোর প্রচলন ঘটেছে তাদের পরে, দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে। পরে যখন শীর্ষস্থানীয় ইমামগণ এগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন, তখন তাঁরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘কেউ যদি কারও বাদ্যযন্ত্র ভেঙে দেয়, তা হলে তার ওপর কোনো জরিমানা আসবে না।’[১৫]

খ) দ্বিতীয় হাদীস

নাফি’ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘একবার ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) বাদ্যযন্ত্রের শব্দ শুনতে পেয়ে তার দুই কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর তিনি রাস্তা থেকে দূরে সরে গিয়ে আমাকে বললেন, “হে নাফি’, তুমি কি এখনও কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ?” আমি বললাম, ‘না।’ তখন তিনি তাঁর কান থেকে আঙুল বের করে বললেন, “একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে ছিলাম, তখন তিনিও

---

[১৪] আলবানি, বাদ্যযন্ত্রের হুকুম : হাদীসের অপব্যাখ্যার সংশোধন, ১/১৭৬।

[১৫] ইবনু তাইমিয়্যা, মাজমূউল ফাতাওয়া, ১১/৫৩১-৫৩৫; ১১/৫৬৯।

বাদ্যের শব্দ শুনে এমনটাই করেছিলেন।”[১৬]

গ) তৃতীয় হাদীস

জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাত ধরে তাঁর ছেলে ইবরাহীমকে দেখতে গিয়ে দেখলেন, সে খুব অসুস্থ। তখন নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং কাঁদলেন। আবদুর রহমান ইবনু আউফ বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের কাঁদতে নিষেধ করেন অথচ আপনি নিজেই কাঁদছেন?’ তিনি বললেন, “আমি তোমাদেরকে (এ ধরনের) কান্নাকাটি করতে নিষেধ করিনি। দুটো বেবকুফি ও বাজে আওয়াজ করতে নিষেধ করেছি—একটি হলো বিপদের সময় বিলাপের আওয়াজ, যাতে গালে থাপ্পড় মারা হয় ও জামা ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং আরেকটি হলো শয়তানের সেই আওয়াজ, যাতে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।”[১৭]

৩) গান-বাজনার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত

ক) হানাফি মাযহাব

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর মাযহাব সবচেয়ে কঠোর। ইমাম আবূ হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)-এর ছাত্ররা সুস্পষ্টভাবে বাদ্যযন্ত্র হারাম ঘোষণা করেছেন এবং যারা গান-বাজনা শোনে তাদেরকে ফাসিক ঘোষণা করেছেন ও তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। এমনকি অনেকে বলেছেন, ‘গান-বাজনা শোনা ফাসিকি এবং উপভোগ করা কুফরি।’ যদিও এই উক্তির সমর্থনে তারা মুরসাল হাদীস পেশ করেছেন।[১৮]

তারা আরও বলেছেন, ‘কোনো জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় গান-বাজনা শুনতে

---

[১৬] আবূ দাউদ, ৪৯২৪; সহীহ।

[১৭] তিরমিযি, ১০০৫; হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪/৪৩; বাইহাকি, আল-কুবরা ৪/৬৯; সহীহ।

[১৮] তাবিয়িদের থেকে বর্ণিত হাদীসকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

পেলে, না শোনার চেষ্টা করতে হবে।'

ইমাম আবূ ইঊসুফ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "যদি কোনো বাড়ি থেকে গান-বাজনার আওয়াজ শোনা যায়, তবে সেখানে প্রবেশের জন্য অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কারণ সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধ ফরয। এক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণ করতে গেলে লোকেরা সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজের নিষেধের এই ফরয বিধান পালন করতে পারবে না।"

'কেউ যদি প্রতিনিয়ত গান বাজাতেই থাকে, তা হলে শাসক তাকে আটকও করতে পারে বা চাবুকও মারতে পারে।'[১৯]

খ) মালিকি মাযহাব

যারা ঢোল-তবলা ও বাঁশি বাজায় তাদের ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় এগুলো উপভোগ করা যাবে কি না?' তিনি বললেন, "ওইসব মজলিস থেকে অবশ্যই উঠে যেতে হবে। তাদেরকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। তবে কেউ যদি খুবই জরুরি কোনো কারণে সেখানে বসতে বাধ্য হয় এবং সেখান থেকে উঠে যেতে অপারগ হয়, তা হলে ভিন্ন কথা। আর যদি চলতি পথে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ শুনতে পায়, তবে দ্রুতগতিতে সামনে বা পিছনে চলে যেতে হবে।"[২০]

তিনি বলেছেন, "গান-বাজনা ফাসিকদের কাজ।"[২১]

ইবনু আবদিল বার্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "আলিমগণ যেসব বিষয় নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে একমত হয়েছেন তার মধ্যে রয়েছে সুদ, পতিতাবৃত্তি, বিলাপের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ, যারা ভবিষ্যৎ জানার দাবি করে ওইসব গণক-জ্যোতিষীদের দেওয়া খবর, বাদ্যযন্ত্র এবং সব রকমের অনর্থক কাজ।"[২২]

---

[১৯] ইগাসাতুল লাহফান, ১/২২৭।

[২০] কাইরাওয়ানি, আল-জামি',২৬২- ২৬৩।

[২১] কুরতুবি, আত-তাফসীর, ১৪/৫৫।

[২২] আল-কাফি, ৩৪২।

গ) শাফিয়ি মাযহাব

ইমাম শাফিয়ি (রহিমাহুল্লাহ)-এর ছাত্ররা এবং তাঁর মাযহাবের অনুসারীদের মধ্যে যাঁদের প্রকৃত ইলম ছিল, তাঁরা সকলেই সুস্পষ্টভাবে গান-বাজনা ও বাদ্যযন্ত্রকে হারাম ঘোষণা করেছেন। পাশাপাশি, 'ইমাম শাফিয়ি গান-বাজনা হালাল হওয়ার পক্ষে'—যারা এই ধরনের কথা বলে থাকে, তাদের মত খণ্ডন করেছেন। আসলে তিনি কখনও গান-বাজনাকে হালাল বলেননি। যে ব্যক্তি বেশি বেশি গান-বাজনা শোনে, সে 'প্রকৃত নির্বোধ'। তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।[২৩]

'কিফায়াতুল আকবার' এর লেখক শাফিয়ি মাযহাবের একজন আলিম। তিনি বলেছেন, "বাদ্যযন্ত্র এমন একটি মন্দ বিষয়, যা নিষিদ্ধ করতে হবে। যারাই কোনো বাদ্যযন্ত্র দেখবে বা (এর আওয়াজ) শুনতে পাবে, তারা এই মন্দকে নিষেধ করবে।" তিনি বলেছেন, "এক্ষেত্রে যদি কোনো ব্যক্তি খেয়ালখুশির অনুসারী কোনো আলিমের সাথে থাকে কিংবা ফকিরদের (সুফিদের তখন এই নামে ডাকা হতো) সাথে থাকে, তবুও এই বাধ্যবাধকতা রহিত হয় না। কেননা এরা অজ্ঞ ও প্রত্যেক ভ্রান্ত মতের অনুসারী। এরা কখনও ইলমের আলো অনুসরণ করে না বরং বাতাস যেদিকে বয়, সেদিকে ঝুঁকে পড়ে।"[২৪]

ঘ) হাম্বলি মাযহাব

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)-এর পুত্র আবদুল্লাহ তার পিতাকে গান-বাজনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তার পিতা উত্তরে বলেন, "এটি অন্তরে নিফাক সৃষ্টি করে; আমি এটি অপছন্দ করি।" এরপর তিনি ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ)-এর উক্তি উল্লেখ করে বলেন, "শুধুমাত্র ফাসিকরাই[২৫] এটা করে।"[২৬]

ইবনু কুদামা (রহিমাহুল্লাহ) হাম্বলি মাযহাবের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় একজন ইমাম। তিনি বলেছেন, "তার দিয়ে নির্মিত বাদ্যযন্ত্র, শিঙা, বাঁশি, ঢোল-তবলা

---

[২৩] ইগাসাতুল লাহফান, ১/২২৭।

[২৪] কিফায়াতুল আকবার, ২/১২৮।

[২৫] ক্রমাগত কবিরা গুনাহকারী।

[২৬] ইগাসাতুল লাহফান, ১/২৩০।

ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র হারাম। যারা এগুলো শোনে, তাদের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যাত।”[২৭]

এরপর তিনি বলেছেন, “বিয়ে-শাদির দাওয়াতে উপস্থিত হয়ে যদি বাদ্যযন্ত্র ও মদের মতো হারাম বস্তু দেখতে পাও আর সেগুলো থামানোর সক্ষমতা থাকে, তা হলে থামাবে। অন্যথায় সেই দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সেখান থেকে চলে আসবে।”[২৮]

ঙ) ইমাম ইবনু তাইমিয়্যার অভিমত

চার মাযহাবের ইমামগণের মতো তিনিও সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, সমস্ত বাদ্যযন্ত্র হারাম। কেননা, সহীহ হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যারা বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে, তাদের একদলকে বানর-শুকরে রূপান্তরিত করা হবে।”[২৯]

তিনি গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন, চার ইমামের অনুসারীদের কেউই এ বিষয়ে দ্বিমত করেননি।[৩০]

ইবনু তাইমিয়্যা (রহিমাহুল্লাহ) আরও বলেছেন, “বাদ্যযন্ত্র অন্তরের মদ। মদের মতো এটিও অন্তরে নেশা সৃষ্টি করে।”[৩১]

---

[২৭] আল-মুগনি, ১০/১৭৩।

[২৮] আল-কাফি, ৩/১১৮।

[২৯] বুখারি, ৫৫৯০।

[৩০] মাজমূউল ফাতাওয়া, ১১/৫৭৬। ইবনু তাইমিয়্যা বুঝিয়েছেন, মাযহাবের শীর্ষ ইমামদের কেউ এ বিষয়ে তার সময় পর্যন্ত কোনো দ্বিমত করেননি।

[৩১] মাজমূউল ফাতাওয়া, ১০/৪১৭।